আজ দুপুরে দেশের যেসব স্থানে হতে পারে কালবৈশাখী ঝড়

আজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই মেঘলা রয়েছে আকাশ। দুপুরের দিকে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বয়ে যেতে পারে কালবৈশাখী ঝড়।

আবহাওয়া অধিদফতরের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এই ঝোড়ো বাতাসের গতি বেশি না হলেও অনেক এলাকায় বজ্রপাত, ঝড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বোভাসে বলা হয়। লঘুচাপের প্রভাবে এই মৌসুমে এই ধরনের আবহাওয়া স্বাভাবিক বলে গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদ আব্দুল মান্নান।

আবহাওয়ার ২৪ ঘণ্টার পূর্বাভাসে বলা হয়, বগুড়া, পাবনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর ও খুলনা অঞ্চলের ওপর দিয়ে পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ২ নম্বর নৌ-হুঁশিয়ারি সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

এছাড়া দেশের অন্যত্র পশ্চিম/উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরকে ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

অন্যদিকে আজ সকাল ৭টা থেকে পরবর্তী ৬ ঘণ্টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আকাশ আংশিক মেঘলা থেকে মেঘলা থাকতে পারে। বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

এছাড়া দক্ষিণ/দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে, যা অস্থায়ীভাবে দমকাসহ ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত বয়ে যেতে পারে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের সর্বশেষ ফোন লোকেশন বেনাপোল

মার্চের ১০ তারিখ সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ রয়েছেন ফটো সাংবাদিক ও ‘পক্ষকাল’ ম্যাগাজিনের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজল। তখন থেকে তার ব্যবহৃত ফোন নম্বরটিও বন্ধ রয়েছে। তবে নিখোঁজের ঠিক ৩০তম দিনে (৯ এপ্রিল) সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল যশোরের বেনাপোলে। ওইদিনই ফোন নম্বরটি বন্ধ হওয়ার পর কেটে গেছে আরও ১০ দিন। এরপর তদন্তে আর কোনও অগ্রগতি নেই।

তদন্ত কর্মকর্তা চকবাজার থানার এসআই মুন্সী আবদুল লোকমান জানান, সপ্তাহখানেক আগে নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল। লোকেশন দেখিয়েছে বেনাপোল। করোনা পরিস্থিতির কারণে ও নম্বরটি চালু থাকার সময় কম হওয়ায় বেনাপোলে কোনও অভিযান চালানো সম্ভব হয়নি।

এরপর চকবাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মওদুত হাওলাদারের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে ভালো কোনও আপডেট নেই।’ বেনাপোলে সাংবাদিক কাজলের মোবাইল নম্বরটি চালু হওয়ার বিষয়ে প্রতিবেদক জানতে চাইলে ওসি বলেন, ‘এমন তো কেউ জানায়নি।’ বাংলা ট্রিবিউন প্রতিবেদকের সঙ্গে ফোনে কথা বলা অবস্থাতে পাশেই থাকা একজনের কাছে ওসি জানতে চান, ‘সাংবাদিক কাজলের ফোন চালু হয়েছিল কিনা।’ এরপর ওসি মওদুত হাওলাদার বাংলা ট্রিবিউন প্রতিবেদককে বলেন, ‘বেনাপোলে ফোন ও সিম একসঙ্গে চালু হয়েছিল। আমরা বিষয়টা দেখছি।’

বেনাপোলে নিখোঁজ সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলের ফোন নম্বরটি চালু হওয়ার পর যশোর জেলা পুলিশের সঙ্গে তদন্ত সংশ্লিষ্টরা কোনও যোগাযোগ করেছিল কিনা, এ বিষয়ে জানতে চাইলে চকবাজার থানার ওসি মওদুত হাওলাদার ‘তদন্তের স্বার্থে’ মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান।

হাতিরপুল থেকে নিখোঁজ কাজল
সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজল ১০ মার্চ সন্ধ্যায় ‘পক্ষকাল’ ম্যাগাজিনে অফিস থেকে বের হন। এরপর থেকে তার কোনও সন্ধান না পেয়ে নিখোঁজের পরদিন ১১ মার্চ চকবাজার থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন

তার স্ত্রী জুলিয়া ফেরদৌসি নয়ন। ১৩ মার্চ জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে শফিকুল ইসলাম কাজলকে সুস্থ অবস্থায় ফেরত দেওয়ার দাবি জানায় পরিবার। নিখোঁজের সাতদিন কেটে গেলেও কাজলের কোনও সন্ধান দিতে পারেনি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। ১৮ মার্চ প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে সাংবাদিক কাজলের সন্ধান চাওয়া হয়।

১৮ মার্চ অপহরণের অভিযোগে মামলা
১৮ মার্চ রাতে সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে অপহরণ করা হয়েছে অভিযোগ এনে চকবাজার থানায় মামলা করেন তার ছেলে মনোরম পলক। মামলার এজাহারে বলা হয়, ‘পক্ষকাল অফিসের আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, আমার বাবা তার অফিস থেকে গত ১০ মার্চ ৬টা ৪৮ মিনিটে মোটরসাইকেল নিয়ে বের হন। তারপর থেকে তার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। আমার বাবা ফেসবুকে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে লেখালেখি করার কারণে ১০ মার্চ আড়াইটা থেকে যে কোনও সময় বকশীবাজার বাসার সামনে থেকে বা হাতিরপুলের অফিসের সামনে থেকে অজ্ঞাতনামা আসামিদের দ্বারা অপহৃত হন।’

সাংবাদিক কাজল নিখোঁজ হওয়ার পর তার সন্ধানের দাবিতে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে কয়েকদফা কর্মসূচি পালন করেছেন সাংবাদিক সহকর্মী ও পরিবারের সদস্যরা।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার উদ্বেগ
নিখোঁজের পর গত ১৪ মার্চ সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম কাজলকে খুঁজে বের করতে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে নিউ ইয়র্কভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ। এক বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মানুষ অপহরণ ও গোপন স্থানে আটক রেখে নির্যাতনের অভিযোগ থাকায় কাজলের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা গভীর উদ্বেগজনক।

সাংবাদিক নিখোঁজের ঘটনায় দুই দফা উদ্বেগ জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। প্রথম দফায় ২১ মার্চ ও দ্বিতীয় দফায় ১ এপ্রিল নিজেদের উদ্বেগের কথা জানায় সংস্থাটি।

দ্বিতীয় দফায় অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলে, সিসিটিভি ফুটেজে তার সর্বশেষ অবস্থান প্রকাশের তিন ঘণ্টা পর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলের বিরুদ্ধে কঠোর ডিজিটাল নিরাপত্তা

আইনের অধীনে একটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়েছে। এ ঘটনা তার গুম হওয়ার আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

অ্যামনেস্টির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ৫০ বছরের শফিকুল ইসলাম কাজল একজন ফটোগ্রাফার এবং দৈনিক পক্ষকালের সম্পাদক। আরও ৩১ জনসহ তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে পুলিশের মামলার একদিন পর ২০২০ সালের ১০ মার্চ থেকে তার আর কোনও খোঁজ মিলছে না। নিখোঁজের আগের দিন ২০২০ সালের ৯ মার্চ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের এমপি সাইফুজ্জামান শিখর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে শেরে বাংলা থানায় শফিকুল ইসলাম কাজল এবং আরও ৩১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। রাত ১১টা ৫৫ মিনিটে এ মামলা করা হয়।

পরদিন ১০ মার্চ বিকাল ৪টা ১৪ মিনিটে মোটরসাইকেলে শফিকুল ইসলাম কাজল ঢাকার হাতিরপুলে মেহের টাওয়ারে তার অফিসে পৌঁছান। এরপর তিনি ঘটনাস্থল ত্যাগের আগ পর্যন্ত তার বাইকের আশপাশে বেশ কয়েকজনকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বিকাল ৫টা ৫৯ মিনিট থেকে ৬টা ৫ মিনিটের মধ্যবর্তী ৬ মিনিট তিন জন ব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে মোটরবাইকটির কাছে যান। ৬টা ১৯ মিনিটে কাজলকে অন্য একজন ব্যক্তির সঙ্গে অফিস থেকে বের হয়ে নিজের বাইকের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়। পরে তিনি ফিরে আসেন এবং সন্ধ্যা ৬টা ৫১ মিনিটে বাইকে চড়ে চলে যান। এটাই ছিল তাকে প্রকাশ্যে সর্বশেষ দেখা যাওয়ার মুহূর্ত।

এর প্রায় তিন ঘণ্টা পর ১০ মার্চ রাত ১০টা ১০ মিনিটে তার বিরুদ্ধে একটি নতুন মামলা নথিবদ্ধ করে পুলিশ। উসমিন আর বেইলি নামের আওয়ামী লীগ দলীয় একজন সদস্য তার বিরুদ্ধে মামলাটি করেন। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ২৫, ২৬ ও ২৯ ধারায় মামলাটি করা হয়।

অনলাইনে মানববন্ধন ও কাজলের তোলা ছবির প্রদর্শনী

ফটো সাংবাদিক কাজলের সন্ধান দাবিতে গত ৮ এপ্রিল থেকে ১৬ এপ্রিল অনলাইন মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। whereiskajol হ্যাশট্যাগে চলে ক্যাম্পেইন। একই দাবিতে ১৬ এপ্রিল শফিকুল ইসলাম কাজলের তোলা ছবির অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

১৬ এপ্রিল রাত ১১টায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ফেসবুক লাইভ করা হয়। ‘কাজল কোথায়?’ শিরোনামে আয়োজন করা লাইভে বক্তব্য রাখেন আলোকচিত্রী শহিদুল আলম, ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, শিল্পী ও মানবাধিকারকর্মী অরূপ রাহী, লেখক ও পরিচালক আশফাক নিপুণ এবং আলোকচিত্রী ও রাজনীতিবিদ

তাসলিমা আখতার। এছাড়া পরবর্তী সময়ে আলোচনায় যুক্ত হয়েছিলেন অ্যামনেস্টির দক্ষিণ এশিয়া ক্যাম্পেইনার সাদ হাম্মাদি।

আলোচনায় ব্যারিস্টার জ্যোতির্ময় বড়ুয়া ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলম নিখোঁজ হওয়ার আগে ভিডিও ফুটেছে কাজলের মোটরসাইকেল ঘিরে ঘোরাফিরা করা অজ্ঞাত লোকদের শনাক্ত করে আটকের দাবি জানান। একই সঙ্গে ব্যারিস্টার সারা হোসেন, কাজলের বিরুদ্ধে দুটি ডিজিটাল আইনে মামলা ও কাজলের পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণ মামলার কোনোটির অগ্রগতি নেই বলে জানান।

লাইভ আলোচনায় নিখোঁজের পর কাজলের সন্ধানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যথাযথ চেষ্টা করছে না বলে অভিযোগ করেন আলোচকরা।

তবে তদন্ত কর্মকর্তা এসআই মুন্সী আবদুল লোকমান ১৯ এপ্রিল রাতে বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, ‘আমরা ভিডিও ফুটেজ দেখেছি, কল লিস্ট দেখা হয়েছে। সর্বশেষ (৯ এপ্রিল) উনার ফোন নম্বরটি চালু হয়েছিল বেনাপোল থেকে। একটা কলের পর আর সিগন্যাল পাওয়া যায়নি।’

তবে নিখোঁজ সাংবাদিক কাজলের ফোন নম্বর থেকে সর্বশেষ কলটি কাকে করা হয়েছিল, সে বিষয়ে কিছু জানাতে চাননি তদন্ত কর্মকর্তা।

শফিকুল ইসলাম কাজলের ছেলে মনোরম পলক ১৯ এপ্রিল রাতে বলেন, ‘আমাদের একটাই চাওয়া। বাবাকে সুস্থভাবে আমাদের মাঝে ফেরত চাই। আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি।’ কাজলকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে দিতে পরিবারের পক্ষ থেকে জোর দাবি জানানো হয়।

সূত্র-বাংলা ট্রিবিউন

করোনার নতুন সংক্রমণ সবচেয়ে বেশি গাজীপুরে

রাজধানী ঢাকায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেশি হলেও বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সংক্রমণ গাজীপুর জেলায়। সোমবার করোনাভাইরাস নিয়ে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত

মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, বর্তমানে গাজীপুরে সবচেয়ে বেশি করোনা সংক্রমণ হচ্ছে, এটি করোনার নতুন হটস্পট। সব মিলিয়ে মোট আক্রান্তের ১৯ দশমিক ৫ ভাগই এখন গাজীপুরের। করোনা আক্রান্তের দিক থেকে প্রথম এবং দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ।

গাজীপুরে গত ২৪ ঘণ্টায় ১০৭ জন আক্রান্ত হয়েছেন গাজীপুরে।

মোট করোনা আক্রান্তদের ১৩ দশমিক ৫ ভাগ কিশোরগঞ্জের আর ৬ ভাগ নরসিংদীর বলে জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের এই কর্মকর্তা।

নতুন করে করোনা সংক্রমণ বেড়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনার ঘরে থাকুন। বিনা প্রয়োজনে বাইরে যাবেন না। গেলেও অবশ্যই মাস্ক পরে যাবেন। অন্যথায় আমরা আক্রান্ত ও মৃত্যুর এই মিছিল থামাতে পারব না।’

ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয়, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১০ জন করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) মারা গেছেন। এ নিয়ে দেশে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১০১ জনে দাঁড়িয়েছে।

একই সময়ে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪৯২ জন। এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছেন ২ হাজার ৯৪৮ জন।

এছাড়া নতুন করে সুস্থ হয়েছেন আরও ১০ জন। এ নিয়ে মোট ৮৫ জন করোনা রোগী সুস্থ হলেন।

আজকের ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন অধিদফতরের কেন্দ্রীয় ঔষধাগারের (সিএমএসডি) পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডা. মো. শহীদুল্লাহ।

পিপিইসহ চিকিৎসা সামগ্রী গ্রহণ এবং তা চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে বিতরণের তথ্য তুলে ধরেন তিনি।

ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ৭৭৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৯২ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। এই সময়ে মারা গেছে ১০ জন। এছাড়া আক্রান্তদের মধ্যে ১০ সুস্থ হয়েছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮

মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মত রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে ‘কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে

দেশে ২৪ ঘন্টায় করোনায় আরো ১০ মৃত্যু, নতুন শনাক্ত ৪৯২

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণে আরো ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নতুন শনাক্ত হয়েছে ৪৯২ জন। এ নিয়ে দেশে করোনায় এ পর্যন্ত মোট মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। আর সব মিলিয়ে শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার ৯৪৮ জন।

আজ সোমবার (২০ এপ্রিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে…

পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে গার্মেন্টস মালিকরা

গাজীপুরের বেশ কিছু গার্মেন্টে পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে। শ্রমিকদের ডেকে এনে কাজ করালেও তাদেরকে বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না। মানছে না স্বাস্থ্যবিধি এমন অভিযোগ করেছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার বেগম শামসুন্নাহার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তিনি এ অভিযোগ করেন।

কনফারেন্সে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর গাজীপুর ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নতুন করে শ্রমিক আনা ঠিক হবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শ্রমিকদের থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে সীমিত পরিসরে পোশাক কারখানা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে নির্দেশনা দেন।
বিজিএমইএ’র সভাপতি রুবানা হকের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে (বিআরটিএ) দেয়া একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে আলোচনার সূত্রপাত হয়। বিজিএমইএ সভাপতি আগামী ২৬ এপ্রিল গাজীপুরে বেশ কিছু রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার লক্ষ্যে শ্রমিকদের আনার জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে এ চিঠি দেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

নারায়ণগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় ৮১ করোনা রোগী শনাক্ত, মৃত্যু ৪

নারায়ণগঞ্জে বেড়েই চলেছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় এ জেলায় ৮১ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। এই সময়ে সেখানে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের।

সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত জেলায় প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও জেলা করোনা প্রতিরোধ কমিটির প্রতিনিধি ডা. জাহিদুল ইসলাম গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় চিকিৎসাধীন ৭জন সুস্থ হয়েছেন বলেও জানান তিনি।
জাহিদুল ইসলাম জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলায় ১১৯ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রাপ্ত ফলাফলে ৮১ জনের করোনা পজিটিভ শনাক্ত করা হয়েছে। আর এখন পর্যন্ত জেলায় মোট ৯৫৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৪১ জনের ফলাফলে পজিটিভ এসেছে।

জেলায় এখন পর্যন্ত করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত মোট রোগীর সংখ্যা ৪৪১ জন (মৃত্যুসহ)। এদের মধ্যে জেলায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৩০ জনের। আর সুস্থ হয়েছেন ১৬ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

১ লাখের বেশী পোশাক শ্রমিক মজুরি পাননি

পোশাক খাতের শীর্ষ সংগঠন বিজিএমইএ’র সদস্যভুক্ত ১৮১ তৈরি পোশাক কারখানার এক লাখ ১২ হাজার ৭১৪ জন শ্রমিক এখনও মজুরি পাননি। দেশে বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত সক্রিয় তৈরি পোশাক শিল্প-কারখানা রয়েছে ২ হাজার ২৭৪টি। এর মধ্যে ২ হাজার ৯৩টির মালিক তাদের ২৩ লাখ ৬০ শ্রমিকের মার্চ মাসের বেতন-ভাতা পরিশোধ করেছেন।

আজ রবিবার গণমাধ্যম কর্মীদের এ তথ্য জানিয়েছে পোশাক কারখানার মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)।

বিজিএমইএ বলছে, ২ হাজার ২৭৪ কারখানার মধ্যে ঢাকা মহানগর এলাকায় রয়েছে ৩৬০টি। এর মধ্যে মার্চের বেতন দিয়েছে ৩২৫টি প্রতিষ্ঠান। গাজীপুরের ৮০৮টি কারখানার মধ্যে বেতন দিয়েছে ৭৪৬টি, সাভার আশুলিয়ায় ৪৭১টির মধ্যে বেতন দিয়েছে ৪৪০টি, নারায়ণগঞ্জে ২৬৯টি পোশাক কারখানার মধ্যে বেতন দিয়েছে ২৬০টি, চট্টগ্রামে ৩২৪টি কারখানার মধ্যে ২৮৩টি এবং প্রত্যন্ত এলাকার ৪২টি কারখানার মধ্যে ৩৯টির মালিক মোট ২৩ লাখ ৬০ হাজার শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করেছে। সূত্র-কালের কন্ঠ

প্রশাসন ক্যাডারের ৮ কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত

মাঠ প্রশাসনে কর্মরত প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্তত ৮ জন করোনায় (কভিড-১৯) আক্রান্ত হয়েছেন। মাঠ প্রশাসন ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে কালের কণ্ঠ এ তথ্য জানতে পেরেছে। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব শেখ ইউসুফ হারুন কালের কণ্ঠকে জানিয়েছেন, তার কাছে আসা তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত ছয় জনের খবর তিনি জানেন। এর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক জালাল সাইফুর রহমান গত ৬ এপ্রিল মারা গেছেন। তিনি প্রশাসন ক্যাডারের ২২ ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন।

ঢাকার পরই করোনার হটস্পট হিসেবে চিহ্নিত নারায়ণগঞ্জেই সবচেয়ে বেশি কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন, নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট তানিয়া তাবাসসুম (৩৫তম ব্যাচ), সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফারজানা আক্তার (৩৬তম ব্যাচ), সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ আবদুল মতিন খান (৩৭তম ব্যাচ)।

গাজীপুরের টঙ্গী রাজস্ব সার্কেলের সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গোলাম মোর্শেদ খান পাভেল (৩৩তম ব্যাচ), কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট হিমাদ্রী খীসা (৩৪তম ব্যাচ)। সৌদি আরবের লেবার কাউন্সেলর হিসেবে কর্মরত ২০ ব্যাচের কর্মকর্তা আমিনুল ইসলামও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। এ ছাড়া দুদকের একজন কর্মকর্তা ইতিমধ্যে মারা গেছেন। আরেকজন উপসচিব আক্রান্ত বলে জানা গেছে। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তার আক্রান্তের কথা সরকারের পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি।

জনপ্রশাসন সচিব রবিবার বিকেলে কালের কণ্ঠকে বলেন, যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে যারা মাঠে তাদের সংস্পর্শে ছিলেন তাদেরকে কোয়ারেন্টিনে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, দেশের প্রশাসনসহ সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে কাজ করার জন্য আগে থেকেই নির্দেশ দেওয়া আছে। একজন অফিসারের উপর অনেক কাজের দায়িত্ব। তাই তারা বেশি আক্রান্ত হয়ে গেলে পুরো দেশের কাজের সমস্যা হবে।

ইউসুফ হারুন আরো জানান, নারায়ণগঞ্জে ইতিমধ্যে দুইজন নতুন কর্মকতা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আশা করি কাজের কোনো সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য, নারায়ণগঞ্জের ডিসি অনেকে আগে থেকেই কোয়ারেন্টিনে আছেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকটি জেলার আরো কয়েকজন কর্মকর্তার করোনা টেস্ট দেওয়া হয়েছে। এগুলোর টেস্ট আগামীকাল পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। সূত্র-কালের কন্ঠ

সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ৫ চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাঁচ চিকিৎসকের করোনাভাইরাস পজেটিভ। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোশিয়েশন (বিএমএ)।

সূত্র জানায়, আক্রান্ত পাঁচজনের মধ্যে দুজন মেডিসিন বিভাগ, একজন শিশু বিভাগ, একজন অবেদনবিদ্যা বিভাগ ও একজন বহির্বিভাগের চিকিৎসক।

তারা কোনো রোগীর সংস্পর্শে এসেছিলেন কি না, তা এখনো নিশ্চত হওয়া যায়নি। হাসপাতালের একটি সূত্র জানায়, তাদের সন্দেহ, বহির্বিভাগের চিকিৎসক প্রথমে আক্রান্ত হন। পরে অন্যরা সংক্রমিত হন।

দেশে করোনাভাইরাসে এখন পর্যন্ত ৯১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ ছাড়া এ ভাইরাসটিতে এ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৫৬ জন আক্রান্ত হয়েছেন। সূত্র-যুগান্তর

গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তদের ৭৫ ভাগই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের

স্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা বলেছেন, রাজধানীসহ সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন ৩১২ জন করোনাভাইরাস রোগী শনাক্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগই ঢাকা (৬৬ শতাংশ) ও নারায়ণগঞ্জের (৩১ শতাংশ) বাসিন্দা। অবশিষ্ট ২৫ শতাংশ সারাদেশের বিভিন্ন এলাকার।

আজ রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত হেলথ বুলেটিনে অংশ নিয়ে তিনি এ তথ্য জানান। এর আগে রবিবার অনলাইনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক জানান, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আরও ৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ালো ৯১ জনে। নতুন শনাক্ত হয়েছেন আরও ৩১২ জন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,৪৫৬ জনে। নতুন করে ৯ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৭৫ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন